22 MAY 2016

তাং ~~23 MAY 2016~~
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

সংবাদ

শিক্ষা আইন-২০১৬ বাতিলের দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা আইন-২০১৬ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলগত কোন সংকটেরই সমাধান আনতে পারবে না। বরং বিদ্যমান শিক্ষা পরিস্থিতি আরও ভগ্নদশার দিকে যাবে বলে মনে করছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের গোলটেবিল বৈঠকে 'প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১৬ : বাণিজ্যিকরণ-বেসরকারিকরণ ও বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈধতার আইন' শীর্ষক মূলপ্রবন্ধে এ কথা বলা হয়।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের যে নীতি, বাণিজ্যিকরণ-বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের নীতি, তা এবার আইনগত বৈধতা পাবে। শুধু শিক্ষাকে পণ্য করা নয়, শিক্ষার মর্মবস্তুকে ধ্বংস করা, শিক্ষাকে বাজারমুখী-চাকরিমুখী করার প্রক্রিয়াও আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে এই আইন। এজন্য এই আইন বাতিলের দাবি জানানো হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় ঢাবি বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, বাসদ (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, ঢাবির সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, শিক্ষাবার্তার সম্পাদক এএন রাশেদা, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, সংগঠনের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্তী রিন্টু।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, শিক্ষা আইন পড়ে মতামত জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের জঘন্যরকম চালাকি রয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০ এবং শিক্ষা আইন ২০১৬ কোনটিই জনগণের জন্য নয়। শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্যই শিক্ষা আইন ২০১৬ প্রণীত হচ্ছে।

অধ্যাপক ফাহমিদুল হক বলেন, শিক্ষা আইন-২০১৬ তে বৈপরিত্বমূলক বিষয় রয়েছে। এই আইনে লক্ষ্য করেছি- শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কতটুকু দায়িত্ব নেবে অর্থাৎ জাতীয় বাজেটে কত শতাংশ বরাদ্দ রাখা হবে সেটি স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের গর্বের কমতি নেই। তাদের গর্ব কী- বছরের প্রথম দিন সবার হাতে বই তুলে দেয়, পরীক্ষায় শতভাগ পাস, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ রেজাল্ট অর্জন ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষার মান কোথায় যাচ্ছে সে বিষয়ে তো কিছু বলেন না।

এ সময় এই পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সমাজ প্রগতির আদর্শ ও নৈতিক অবস্থান থেকে সামগ্রিক শিক্ষা আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা।